দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ .....

40

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ক্লাস না নেয়া শিক্ষকদের কাহিনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজটি যথাযথ চলছে না, এটা কমবেশি সবারই জানা। সম্প্রতি এ সম্পর্কে এই পত্রিকায় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না।

এদের মধ্যে আবার ১৫ ভাগ শিক্ষক মাসে দু'–একটা ক্লাস নেন, তাও মর্জি মত। অনেকে ক্লাস না নিয়ে মাসের পর মাস মাইনে নিচ্ছেন।

এই শিক্ষকরা বাইরে অন্য ধরনের অর্থকরী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততার কারণও একাধিক। কেউ অর্থ, যশ ও ক্ষমতার জন্য রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কেউ বা কন্সালটেন্সি করেন, এনজিও'র কাজে ব্যস্ত থাকেন। অনেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। এদের একটা যুক্তি আছে, তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন খুব কম, তাতে সংসার চলে না। সুতরাং পার্টটাইম অধ্যাপনা, কন্সালটেন্সি ইত্যাদি ধরনের কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কিন্তু বেতনের স্বল্পতার কারণে ক্লাস না নিয়ে বেতন গ্রহণ এবং ছাত্রদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এভাবে বাধা সৃষ্টির পক্ষে এসব তো কোন যুক্তির মধ্যে পড়ে না। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বক্তব্য কি তা জানা দরকার।

অবশ্য যে পঞ্চাশ ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন তারা কিভাবে চলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প বেতনে, এ প্রশ্ন উপরি উক্ত শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা কি বলতেন, অনুমান করা মুস্কিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস না নেয়ার ফলে ছাত্রদের শিক্ষার মান যে নেমে যাচ্ছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার এসব শিক্ষক পরীক্ষার খাতা নিয়ে প্রায় বছরখানেক ফেলে রাখেন। ফলে ফল প্রকাশে দেরি হয়। সেশনজটের এটাও অন্যতম কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অসহায়। কারণ, শিক্ষকরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের এমনই প্রভাব যে, ঘাঁটানো সম্ভব নয়। শিক্ষাদান করতে এদের যতই অনীহা থাক, দলাদলি করতে দারুণ উৎসাহী। ফলে কাউকে কিছু বলা যায় না। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্র এমনই যে, শিক্ষাদানে বিরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ, কিংবা ক্লাস নিতে বাধ্য করার কোন উপায়ই নেই।

একজন শিক্ষক তো জানিয়েই দিয়েছেন তিনি কোন ক্লাস নেবেন না। রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার কারণে তিনি নিজেকে খুব ক্ষমতাশালী মনে করেন। কর্তৃপক্ষকে এসব ক্ষেত্রে অসহায় মনে হয়।

ইতঃপূর্বে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, একজন শিক্ষক ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা না দেখার কারণে পরীক্ষার ফল প্রকাশ বিলম্বিত হচ্ছে। ছাত্ররা গেল শিক্ষকের নিকট। তিনি সাফ জবাব দিলেন, আমার সময় হয়নি। খাতা দেখিনি। এবং আশু দেখবেন এমন কোন ভরসা দিলেন না। তাকে কেউ কিছু বলার সাহস পাননি। কারণ তিনি একটি রাজনৈতিক দলের একটি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত আছেন দীর্ঘদিন ধরে, দেশের মঙ্গলের রাজনীতিতে যখন তিনি জড়িত, ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখার মত তুচ্ছ কাজে সময় দেয়ার মতো সময় তার কোথায়, ব্যাপারটা ওখানেই থেমে গেল। কোন মহল থেকে কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

বলা হয়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান খুব উচ্চ। অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাই দাবি করেন। যেখানে অর্ধেক শিক্ষক মাসে ২/১টা ক্লাস নেয় কিনা সন্দেহ, সেখানে শিক্ষার মানের উচ্চতা নির্ণয়ের মাপকাঠি কি সেকথা তারা বলেন না।

শিক্ষকদের অন্য পেশাসক্ত হওয়ার বড় কারণ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কম। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গাফিলতির এটাই একমাত্র কারণ নয়, রাজনৈতিক দলাদলি ও রাজনৈতিক দলের প্রভাবে ক্ষমতাশালী শিক্ষকরা ক্লাস নেয়ার পরিবর্তে অন্য কাজে অধিক উৎসাহী। এতে শিক্ষকতার গণ্ডির বাইরে তাদের পরিচয় ব্যাপ্ত হয়। যশ ও খ্যাতি বাড়ে, যদিও শিক্ষক হিসেবে নয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক– এই সুনামটা কাজে লাগিয়ে তারা বাইরের কাজ করার সুবিধা পান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস কম। ছাত্রদের বেতন এখনও দশ টাকা/বারো টাকার মধ্যে আছে। অর্থ আদায় ও হিসাব–নিকাশের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা দিতে প্রাপ্ত ছাত্র বেতনের টাকাটা প্রায় সবটাই খরচ হয়। বেসরকারিভাবে স্থাপিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বছরে এক লাখ টাকার মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র বেতন বৃদ্ধির কথা এখনও গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা–চিন্তা করেননি, তবে প্রয়োজন স্বীকার করেন। অন্যদিকে তারা তৃতীয়–চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নতুন করে নিয়োগ না দিয়ে উক্ত শ্রেণীর স্টাফদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়ানোর জন্য ছাত্র বেতন কেউ কেউ একশ' দু'শ' গুণ বাড়ানোর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশু গ্রহণের চিন্তাভাবনা করবেন বলে মনে হয় না। ফলে উন্নয়ন কি রাজস্ব সব ধরনের ব্যয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের উপর নির্ভরশীল।

ক্লাস গ্রহণে অনিচ্ছুক শিক্ষকদের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ অবলম্বন করবেন, তা জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশাসন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা দান ও রাজনৈতিকভাবে (সরকারের) হয়রানির হাত থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করার জন্য। এখন শিক্ষক রাজনীতির কারণে ছাত্ররা হচ্ছে হয়রানির শিকার। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্রের সংস্কার, প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো, ডিন ও চেয়ারম্যানদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা।